তারিখ 12 DEC 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

দৈনিক খবর

59

শিক্ষক–কর্মচারীর কল্যাণ তহবিল প্রসঙ্গে

আমরা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারী। বেতন প্রাপ্তির দিক থেকে সমাজে আমাদের অবস্থান কোন্ পর্যায়ে এবং আমরা চলিইবা কিভাবে তা সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষের অজানা নেই। সরকারী অনুদানের প্রাপ্য টাকাও যথা সময়ে হাতে পৌছে না। যা হোক, গত সেপ্টেম্বর মাসের অনুদানের টাকা সম্প্রতি তুলতে গেলে একটি বিষয় শুধু আমাদের নজরই কাড়েনি বরং বিস্ময়েরও উদ্রেক করেছে। এ বিষয়টি হচ্ছে, প্রতিটি শিক্ষক/কর্মচারীর সেপ্টেম্বর মাসের অনুদান থেকে ২৳ হারে (১-৭-৯০- ৩১-১২-৯০) ৬ মাসের টাকা কেটে নিয়ে কল্যাণ তহবিলে জমা করা হয়েছে। এইরূপ কর্তনের নির্দেশের সাথে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি সাহেবেরও স্বাক্ষর যুক্ত রয়েছে।

কর্তৃপক্ষ আমাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এটা খুশীর বিষয়। কিন্তু ৬ মাসের টাকা একত্রে কেটে না নিলে আমাদের কল্যাণ কোন অংশে কম হতো কি না সেটাও একটা প্রশ্ন। তাছাড়া আমাদের অনুদানের এই স্বল্প পাওনা থেকে সঞ্চিত তহবিল ভবিষ্যতে (চাকরিচ্যুতিতে) কিভাবে হাতে এসে পৌছবে, নাকি পেনশনের টাকার মত লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে তা পরবর্তী বংশধরদের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনবে কর্তৃপক্ষের কাছে এটাও আমাদের জানা দরকার।

পরিশেষে আমরা নিরীহ শিক্ষক কূল আপন পরিমন্ডলের বাইরের খবর হয়তো তেমন রাখি না। তবে আশা করছি, কর্তৃপক্ষের সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের জন্য সত্যিই কল্যাণ বয়ে আনবে।

শফিকুল ইসলাম দুলাল
সহকারী শিক্ষক
বাসাবো উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
বাসাবো, ঢাকা-১২১৪